133

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব কি দিন দিন কমে যাচ্ছে ?

শুনতে খুব মধুর লাগে যে, দেশে শিক্ষিত জনের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষিত জন। ইদানীং শিক্ষার ওপর শিক্ষিতের চাপ এত বাড়ছে যে, নির্ধারিত বিশটি মেধাস্থানে ষাট-সত্তরজন করে ভাগ বসাচ্ছে। এ দেখে ও শুনে গর্বিত না হয়ে উপায় নেই।

অন্যদিকে আমরা সমাজে কি দেখছি? প্রায় প্রতিদিন একটি করে খুন হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, ছিনতাই-রাহাজানি-সন্ত্রাস-মিথ্যাচার কোন কিছু বাদ নেই। রাস্তা-ঘাটে চলাই এখন মুশকিল। শুধু কি রাস্তা-ঘাট? অফিস-আদালত এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি। ঘুষ দিলে এখন যে কোন কাজ বাগিয়ে আনা যায়। অর্থ কিংবা অস্ত্রের জোর থাকলে যে কোন সময় যে কোন লোকের মাথাটা কেটে এনে ফুটবল খেলা যায়। মোদ্দা কথা; একটি জাতির ধ্বংসের জন্য যতদূর যাওয়া প্রয়োজন, আমরা মোটামুটি ততদূর পৌঁছে গেছি!

তাহলে কি প্রশ্ন দাঁড়ায় না, কেন এমন হলো? মনে কি হয় না ঐ শিক্ষিত জন এবং দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি একই ব্যক্তি নন? পৃথক দু'জন ব্যক্তি। কিন্তু আমরা সমাজে একজনকেই তো দেখতে পাই। যে শিশু বাবা-মার কোল আলো করে এসেছে এ বাংলাদেশে, ছোট ছোট পা ফেলে গেছে স্কুলে, স্ট্যান্ড করে কিংবা সম্মানজনক একটা 'পাস' নিয়ে স্কুল থেকে ঢুকেছে কলেজে, সেখান থেকেও সম্মানজনক একটা 'পাস' নিয়ে বেরিয়ে ঢুকেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখান থেকেও সম্মানজনক একটা 'পাস' দিয়ে বেরিয়ে ঢুকেছে বড় একটা অফিসে। সে কি কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তারক্তি করেনি? অফিসে বড় আরামদায়ক চেয়ারে বসে ঘুষ খাচ্ছে না? নিজ প্রয়োজনে কি করছে না মিথ্যাচার কিংবা দিচ্ছে না ঘুষ ?

অবশ্য দিচ্ছে। তা নাহলে সমাজ এভাবে রসাতলে যাবে কেন? আমরা সবাই দিচ্ছি এবং খাচ্ছি। হত্যা করছি আমাদের বিবেক ও আত্মাকে।

মোজাম্মেল হক শিবলু

তাই যদি হয়, তবে শিক্ষার ফল কি দাঁড়াল? সমাজের ওপর শিক্ষার প্রভাব কি দাঁড়াল? নাকি সমাজের ওপর শিক্ষার কোন প্রভাব নেই? প্রভাব যদি না থাকে, শিক্ষা যদি সমাজকে কিছু দিতে না পারে, তবে সেই শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহলে শূন্য হয়ে দাঁড়ায় না?

কিন্তু আমরা জানি শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করা, আত্মাকে উদ্বোধিত করা। আপনার অন্তর্নিহিত সব শক্তিকে, সব সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করে তোলা। একজন শিক্ষকের দায়িত্ব তাই ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার পথ দেখানো, তার কৌতূহল উদ্রেক করানো। মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয়া। এর বেশি কিছু করতে অবশ্য শিক্ষক পারেনও না। কারণ বিদ্যা অর্জন করা যায়, শেখানো বা গেলানো যায় না। যা গেলানো যায় তা শিক্ষা নয়, যেন-তেন উপায়ে অর্থোপার্জনের হাতিয়ার তৈরি করে দেয়া। এর নাম 'সার্টিফিকেট'। হাজার বারো শ' টাকা দিয়ে যা সহজেই উকিলপাড়া থেকে বানিয়ে আনা যায়। এটা প্রবর্তন করা হয়েছিল ইংরেজ আমলে ইংরেজদেরই প্রয়োজনে। ঐ সময় ঐ শিক্ষিত শ্রেণীটি ছিল কেরানী বা চাটুকার শ্রেণী যা বর্তমানে এলিট শ্রেণী নামে পরিচিত। এ শ্রেণীর মানুষের মূল কাজ এবং মূল আদর্শ হচ্ছে নিজের প্রয়োজনে যা খুশি তাই করা। এ জন্যই অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজনেই তারা আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য দাঁড় করিয়েছে, যে কোন উপায়ে সার্টিফিকেট বাগিয়ে 'শিক্ষিত' লেবেলটি গায়ে আঁটানো।

এরই ফলে আমরা 'পাস করা এক ভদ্রজন' হচ্ছি, স্বশিক্ষিত হচ্ছি না। এরই জন্য বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে মাতৃক্রোড় থেকে মাটিতে পা রাখি, শিক্ষাঙ্গনে যাই, কিন্তু বের হই নিজেকে বড় একজন অনাচারী, নীতিহীন মানুষ হিসাবে।

অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাঙ্গন, আমাদের শিক্ষা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে ভাল কিছু দিচ্ছে না তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই ধ্বংস ডেকে আনছে জাতির। বংশ পরম্পরায় আমরা সন্ত্রাস-জোচ্চুরির বাহক হয়ে যাচ্ছি। আমাদের বিবেক বলতে কিছু থাকছে না। আমরা হয়ে যাচ্ছি সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষিত জন! আর সার্টিফিকেটগুলোর এমনই গুণ যে, চাকরির দরখাস্ত ছাড়া আর কোথাও এর ব্যবহার নেই। থাকবেই বা কেমন করে? যে শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে সার্টিফিকেট, সেই শিক্ষার ক্ষমতা যেমন, সার্টিফিকেটের দৌড়ও তেমনি। পেটের তাগিদেই কেবল এসব শিক্ষা আর সার্টিফিকেট এবং তা কোন বাছ-বিচার ছাড়াই। মন, বিবেক, আত্মাকে কি শিক্ষার কিছু দেয়ার নেই? সমাজ কি শিক্ষা থেকে কিছু আশা করবে না?